আজকের কাগজ

তারিখ 19 NOV 1992
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৫

42

পটিয়ায় ৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রীদের বেতন নেয়া হচ্ছে

পৌরসভার বাইরে অবস্থিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের ৬ষ্ট থেকে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রীদের বেতন সরকার মওকুফ করে দিলেও পটিয়ায় কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিয়মিতভাবে ছাত্রীদের কাছ থেকে বেতন নিচ্ছ বলে অভিযোগ উঠেছে। ফলে এলাকার ছাত্রী ও অভিভাবক মহলে গভীর অসন্তোষ বিরাজ করছে। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ করে অভিভাবক মহল কোনো সুফল পায়নি বলে জানা গেছে।

জানা যায়, ১৯৮৮ সালে তৎকালীন সরকারের আমল থেকে এ পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। এরপর বর্তমান সরকার ক্ষমতায় এসেও ১৯৯১ সালের জুলাই মাস থেকে তা পুনরায় বহাল রাখেন। কেলিশহর হাইস্কুলের অনেক ছাত্রীর অভিযোগ করেন, কেলিশহর হাইস্কুলে সরকারের ঘোষণার পর থেকে নিয়মিতভাবে বেতন নেয়া হচ্ছে।

কয়েকটি হাইস্কুলের শিক্ষকের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তারা জানান, সরকারি অনুদান যথাসময়ে না পাওয়ায় ছাত্রীদের কাছ থেকে বাধ্য হয়ে বেতন নিচ্ছি। তারা জানান, সরকারি আদেশ রয়েছে বেতন না নেয়ার অথচ সরকার আমাদের প্রাপ্য অনুদান না দিলে আমরা চলবো কি করে। বর্তমানে যে স্কুল সরকার থেকে অনুদান গ্রহণ করেছে আর ও ছাত্রীদের কাছ থেকে বেতন নিয়েছেন তাদের জন্যে জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে বলে জানানো হয়েছে। আদায়কৃত বেতনের টাকাগুলো স্কুলের উন্নয়নের চাঁদা ও বিভিন্ন খাত দেখিয়ে আদায় করেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। পটিয়া থেকে নূরুল ইসলাম।